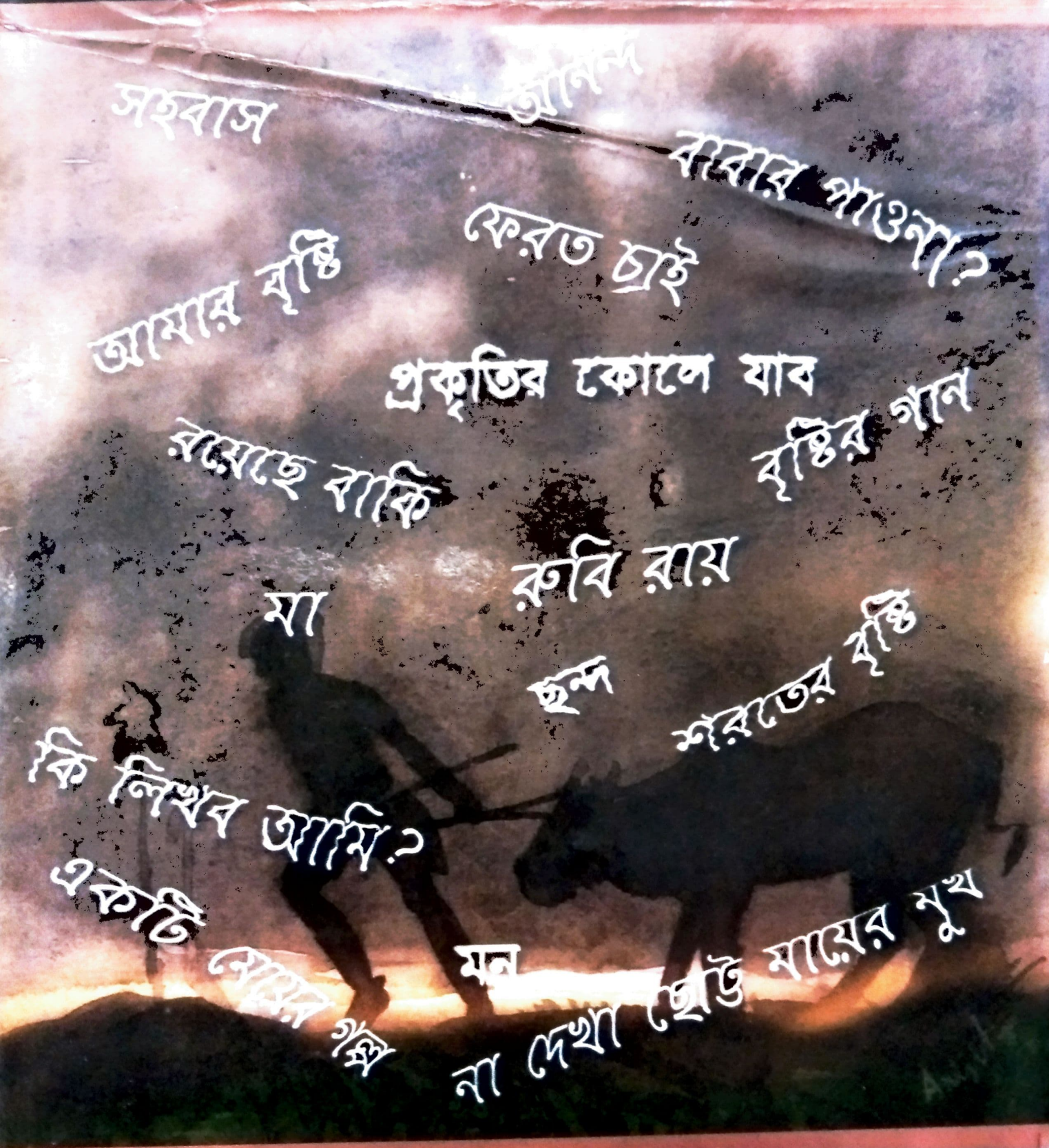

বেহালায় দাদাগিরি

সুশান্ত দাস

বেহালায় দাদাগিরি

সুশান্ত দাস

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড □ কলকাতা ৭০০০৭৩

BEHALAY DADAGIRI
by
SUSHANTA DAS
Rs. 50.00/ with CD Rs. 130/-

Published by :
Samir Kumar Nath
Nath Publishing
73 Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 009

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৯
মাঘ ১৪১৫

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস্
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০৭৩

ISBN : 81-8093-079-3

৫০ টাকা / সিডি সমেত ১৩০ টাকা

সুবোধ সরকার এবং মল্লিকা সেনগুপ্তকে

BEHALAY DADAGIRI
by
SUSHANTA DAS
Rs. 50.00/ with CD Rs. 130/-

Published by :
Samir Kumar Nath
Nath Publishing
73 Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 009

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৯
মাঘ ১৪১৫

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

অক্ষর বিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস্
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০০৭৩

ISBN : 81-8093-079-3

৫০ টাকা / সিডি সমেত ১৩০ টাকা

প্রিন্স অফ ক্যালকাটা--
বইটি তোমাকে দিলাম

সূচিপত্র

বেহালায় দাদাগিরি	১৭
আমার বৃষ্টি	২০
বাবার পাওনা?	২১
সাদা নাকি কালো?	২৩
ফেরত চাই	২৪
রয়েছে বাকি	২৫
বৃষ্টির গান	২৭
না দেখা ছোট্ট মায়ের মুখ	২৮
কি লিখবো আমি?	২৯
সহবাস	৩১
মেয়েবেলা	৩৩
আমার আনন্দ	৩৪
আঁধার	৩৭
শরতের বৃষ্টি	৩৮
একটি মেয়ের গল্প	৪০
রুবি রায়	৪৩
কাগজওয়ালা	৪৫
মা	৪৬
বিচিত্র অভিযোজন	৪৮
দেশসেবা করবো	৪৯
মুক্তি	৫০
বিজ্ঞান কি বলছে?	৫১
কান্না	৫২
কেন?	৫৩
নদীর নামটি তোর্ষা	৫৪
ধরা দেয় না	৫৫
অনুভূতি	৫৬
মন	৫৭
প্রকৃতির কোলে যাবো	৫৯
ছন্দ	৬১
অনাহার কবে শেষ হবে?	৬৩
শুধু তোমার জন্য	৬৪

বেহালায় দাদাগিরি

দাদা স্কোরটা কি?
দাদা টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছে
একটু চা মুড়ি দে তাড়াতাড়ি
এক্ষুনি নামবে আমাদের দাদা।
কাকদ্বীপের সেলিমচাচা—
চারশো দশ সুগার আর
একশো আশি বাই একশো দশ প্রেসার।
জানিস আমার পায়ের ব্যথা একটু কম থাকে
দাদা ভালো খেললে,
একটু হাঁটতে পারি
চোখে বেশ ভালো দেখতে পাই
একটু বেঁচে থাকি দাদার ব্যাট দেখবো বলে।

দাদা স্কোরটা কি?
আলিপুরের রিপোস নার্সিংহোমে শুয়ে সাত বছরের দেবোলীনা
চেঁচামেচি জুড়ে দিলো খবরের কাগজ পড়তে পড়তে,
ওর কান্না থামাতে দৌড়োদৌড়ি ডাক্তার, নার্সদের।
নার্স, প্রেসারটা খুব ড্রপ করে যাচ্ছে
ক্যানসারের পেশেন্ট, ব্লাড দেওয়া হচ্ছে
এর মধ্যে এত উত্তেজিত হলো কি করে?
ও একটা টিভি বসাতে বলছিলো কেবিনে, ডাক্তারবাবু,
বলছিলো দাদা ব্যাট করছে,
ওকে দেখতেই হবে, ওকে বাঁচতেই হবে।
নার্স, একটা টিভির ব্যবস্থা করুন এক্ষুনি
দশ মিনিটের মধ্যে,
ওর প্রেসার খুব ড্রপ করে যাচ্ছে
হ্যাঁ, দাদা ব্যাট করছে
নার্স, একটা টিভির ব্যবস্থা করুন
ও বাঁচুক না হয় আর কিছুদিন
আর কিছুদিন বাঁচুক দেবোলীনা।

মনা, স্কোরটা কি?
মা, পাঁচ উইকেটে একশো সত্তর, চল্লিশ ওভার শেষ।
সৌরভ আছে তো?
হ্যাঁ, মা।
আমাকে স্কোরটা বলিস মাঝে মাঝে,
আমি দেখবো না, খুব টেনশান হয়।
আর্থারাইটিসে বেঁকে যাওয়া দু-পা টেনে টেনে
মা ছাদে হেঁটে চলেছে পনেরো মিনিট ধরে।
সৌরভ ফেরত আসতে পারলে আমিও পারবো,
মা, চার মারলো স্কোয়ারকাট করে দাদা
পঞ্চাশ করে ফেললো।
আচ্ছা আচ্ছা,
আজকে দশ মিনিট বেশী হাঁটতে পারবো মনে হয়।
মা, পয়তাল্লিশ ওভারে দুশো কুড়ি, দাদা সত্তর,
মা, দাদা আউট বাহাত্তর রানে।
যা! আর একটু পারলো না?
সেঞ্চুরিটা হতো।
এই ছেলেটা না একটু হাঁটতে দিলো না আমায়।
কোমরে যন্ত্রণা হচ্ছে একটু বসি এখন, আর পারছি না।

দাদা, স্কোরটা কি?
গড়িয়াহাট মোড়ে একশো লোক আনন্দমেলার সামনে,
মাঝবয়সী মানুষটা হাতে মুড়ি চপ নিয়ে উঁচু হয়ে খেলা দেখছে
দাদা এখনও নামে নি, তিন উইকেটে পঞ্চাশ।
ছ নম্বরে নামবে তো।
আজ আর টিফিনের পরে অফিস যাবো না
যদি দেখতে না পাই দাদার ব্যাটিং?
কি লড়াইটা না করলো বলুন?
আরে আমি তো চেঁচিয়ে বলছি
উড়িষ্যার যে ছেলেটা চড় কষিয়েছিলো গ্রেগের গায়ে
আমি পারলে মালা পরাতাম ঐ ছেলেটাকে।
ঐ ন মাসে কত বৃদ্ধের সুগার নামেনি,
প্রেসার কমেনি, খাওয়া হয়নি, নাওয়া হয়নি।

কত কত মানুষ বস্তিতে, সুন্দরবনে, বাঙুর হাসপাতালে,
কুলপিতে, অ্যাপোলো নার্সিংহোমে বাঁচতে পারে নি,
শান্তিতে মরতেও পারে নি ঐ ন মাসে!

আজকের দিনটা বাঁচতেই হবে,
রাতে টেন্টে ফিরে হাইলাইট্‌সে দেখবো দাদার লড়াই,
বাইপডে মাউন্টেড মেশিনগানে তাক করতে করতে
কার্গিলের ব্যাটালিক সেক্টরের বাঙ্কারে শুয়ে পঞ্চম ব্যাটেলিয়ান কমাণ্ডার চন্দ্রা,
ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে
আর একটা দিন দেশের জন্য লড়তে চাই,
আর একটা বেশী বুলেট পুরতে চাই দেশের শত্রুর বুকে,
আর একটা হাইলাইটস্ দেখতে চাই টেন্টে ফিরে
দাদার লড়াই-এর।

মা, দেখো দাদা খালি গায়ে জামা ওড়াচ্ছে!
লর্ডসে দাদাগিরি?
বেহালায় দাদাগিরি?
নাকি কাকদ্বীপের দাদাগিরি?
শিলিগুড়ির দাদাগিরি নাকি ডায়মণ্ডহারবারের—
বালাসোরের—ইস্ফলের—ইটানগরের—জলগাঁওয়ের—
সাসারামের—মুগলসরাই-এর—জবলপুরের—জামশেদপুরের—
জয়পুরের—হিসারের—রায়পুরের—অমৃতসরের—নাগপুরের—
কাশ্মীরের নাকি কন্যাকুমারিকায় দাদাগিরি?

নভেম্বর ২০০৮

আমার বৃষ্টি

জানো বৃষ্টি পড়ছিলো সেদিন
এক পশলা জমকালো বৃষ্টি।
জানো, ঝাপসা হয়েছিলো সেদিন
আমার চশমার দুটি কাঁচ
ঝাপসা হয়তো আমার চোখের কোণও
বৃষ্টি পড়ছিলো আমার হৃদয়ে জানো?
এক পশলা ব্যথার বৃষ্টি পড়ছিলো
ঠিক সেদিনই—জানো?

হাজরা মোড়ে দেখা
নাকি ভিক্টোরিয়ার পরীর কাছে?
দমকা হাওয়া বেশী ছিলো বুঝি বাইপাসের একপাশে?
লেকটাউনের বৃষ্টির ছাঁট কি ঝরতে পেরেছে
সেলিমপুরের মোড়ে এসে?
ধরতে কি পেরেছি বৃষ্টিকে
বেহালার মোড় ঘেঁষে?

বৃষ্টি পড়ছিলো জানো?
শুধু বৃষ্টি পড়ছিলো।

বৃষ্টি—পড়ছিলো।

অক্টোবর ২০০৮

বাবার পাওনা?

যন্ত্রণাটা শুধু বাবার পাওনা?
আমার ঘুম ভাঙে সেই সকালে
ব্রেড টোস্ট অথবা স্যাণ্ডউইচ
ব্রেকফাস্টের শেষে ফ্রেশ হই
মেয়ের সাথে খেলা দিয়ে দিন শুরু
যন্ত্রণাটা শুধু আমার বাবার পাওনা?

ঠিক বেলা দশটায় এ.সি গাড়ী তৈরী
ওয়েল ড্রেসড আমি
গলায় টাই ঝুলিয়ে
মেয়েকে নিয়ে গাড়ীর দিকে এগোই
ওকে স্কুলে দিতে হবে
আমাকে তারপর কলেজে যেতে হবে—
একদম কর্পোরেট রুটিন আমার,
অবজ্ঞা শুধু বাবার পাওনা?

ঘড়ির কাঁটাকে হারাতে চাই আমি
গোটা দিনে গোটা পঁচিশ স্যালুট
আর আগে পিছে স্যার স্যার বলা
কর্মচারীদের দৌড়োদৌড়ি
আমি এনজয় করি।

বেলা দুটো বাজে, কখন বাবা এসেছে!
হয়ত ব্রেকফাস্ট না করেই
তাতে আমার কি এসে যায়!
হয়ত বাবার প্রেসার আজ দুশো বাই একশো
তাতে আমার কি এসে যায়!
হয়ত কলেজের নানা কাজ মেটাতে
বাবার ওষুধ খাওয়াও হয়নি আজ
তাতে আমার কি এসে যায়!
ক্ষিদের জ্বালায় বাবা দেখলাম

মিটিং-এর মাঝে নুন আর আদার কুঁচি খাচ্ছে
ছাড়ো তো, আমার কি এসে যায়!

সকালের সিগারেটের প্যাকেটটা এখনই শেষ হয়ে গেলো বাবার!
খুব টেনশানে আছে বলছিলো।
ছেলের জন্যে,
শুধু ছেলের কর্পোরেট স্ট্যাটাস টিকিয়ে রাখার নেশায়
এক বৃদ্ধ সারাদিন নিঃশব্দে কাজ করে কলেজের এক কোণে
দূর, তাতে আমার কি এসে যায়!

মেয়েটাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে
আমার দিন শুরু হয়।
এটাই আমার রোজকার রুটিন—
আমার তৃপ্তি, ভালো লাগার রুটিন।
আজ একদম শরীর দিচ্ছে না
বুকে ব্যথা, হাত পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা
তবু সকালে গাড়ীতে উঠলাম মেয়েকে নিয়ে
আমার তৃপ্তি, আমার ভালোবাসার রুটিন।
মেয়েটা গাড়ীতে উঠলেই বড় চুপ হয়ে যায়
একদম কথা বলে না আমার সাথে।
মেয়েটা একমনে মোবাইলে গেমস্ খেলছে
গাড়ী চলেছে গড়িয়াহাটের দিকে
চুপিসারে মেয়েকে বললাম—
মা, আজ বুকে খুব যন্ত্রণা, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে
মোবাইল থেকে মুখ না সরিয়ে মেয়ে বলল
"ছাড়ো তো বাবা তাতে আমার কি এসে যায়!"

সেপ্টেম্বর ২০০৮

সাদা নাকি কালো?

আমার পৃথিবী শুধুই ভুলে ভরা।
পানীয়ের গেলাস আর কাঁচের অলিন্দ পেরিয়ে
একরাশ সাদা প্রেক্ষাপট আর
সাদা বকের ডানার ছটফটানি
অথবা তার দুচোখের দুর্নিবার আকর্ষণ,
ঝাপসা হয়ে আসা দূরের ওই
শাল, পিয়ালের সারি আর
তোমার একঝাঁক কালো চুলের রাশ,
প্রশস্ত রাজপথ পেরিয়ে আমার ভালোবাসা
উবু হয়ে বসে শুধু তোমায় খোঁজে।
তোমার না বলা কত অব্যক্ত যন্ত্রণা
আর বলে যাওয়া সরল স্বীকারোক্তি—
আমার পৃথিবী।
আমার বুকের গভীরে শুধু বেদনার অনুভূতি
আমার পৃথিবী শুধুই ভুলে ভরা।
যদি সাদা হয় কালো আকাশের বুকে
ভেসে যাওয়া ওই বকের দুখানি পাখা
কালো তবে এই পৃথিবীর বুকে
ভেসে থাকা পেঁজা পেঁজা মেঘের রাশি।
সাদা যদি হয় তোমার মুক্তোর দুল
কালো তবে আমার পৃথিবী
যা তোমার ভালোলাগার মতোই উজ্জ্বল।
আমার পৃথিবী কি শুধুই ভুলে ভরা?

সেপ্টেম্বর ২০০৮

ফেরত চাই

কোলকাতা তুমি সংগ্রামী হও ক্ষতি নেই
আমার নির্জনতা ফেরত চাই।
তুমি হও শত শত মানুষের সংগ্রামী মিছিলের সাক্ষী
অথবা কফি হাউসে ঝড় তোলা
রাশি রাশি পেয়ালার ঝঙ্কারের উৎস
ক্ষতি নেই,
আমার নির্জনতা ফেরত চাই।

কোলকাতা তুমি রুক্ষ হও ক্ষতি নেই
আমার আবেগ ফেরত চাই।
তুমি সুবেশ সুবেশার ঘর্মাক্ত শরীরে
এক ঝলক তাজা বাতাস দিতে না পারো
ক্ষতি নেই,
আমার আবেগ ফেরত চাই।

কোলকাতা তুমি একপেশে হও ক্ষতি নেই
আমার অন্তর্দৃষ্টি ফেরত চাই।
তুমি ধনীর চোখে রূপবতী
আর ক্ষুধার্তের হৃদয়ের ঢ্যাড়া ক্ষত হও
ক্ষতি নেই,
আমার অন্তর্দৃষ্টি ফেরত চাই।

কোলকাতা তুমি সুন্দরী হও ক্ষতি নেই
আমার খোলা আকাশ ফেরত চাই।
তুমি পোষ্টারে, প্ল্যাকার্ডে, ব্যানারে সুসজ্জিতা
অথবা ভিক্টোরিয়ার ডানাওয়ালা পরী হও
ক্ষতি নেই,
আমার খোলা আকাশ ফেরত চাই।

কোলকাতা তুমি পটে আঁকা ছবি হও ক্ষতি নেই
ফেরত দাও আমার শিশুর দেহে তাজা বাতাস
আর উলঙ্গ আলো।

মার্চ ১৯৯০

রয়েছে বাকি

বহু ক্রোশ চলা এখনো রয়েছে বাকি
মাটির কাছাকাছি এখনো হয়নি যাওয়া
হাঁটু গেড়ে আমি এখনো বসিনি সেই মায়েদের দাওয়ায়,
যার ভাঁড়ারে আজও চড়েনি হাঁড়ি।
এখনো দেখিনি সেই ইস্কুলের শিশুদের
একবেলা মিড-ডে মিলের আশায় যাদের ভোর হয়।
সেই গ্রামেতে রয়েছে শুনেছি অনেকে, আজও
বহু ক্রোশ পথ রোজ চলে শুধু পানীয় জলের আশায়।
হয়ত দেখেছি ট্রেনের কামরায় বহু মানুষের
লঙ্কা, মুড়ি, ফটাস জলের তৃপ্তি
আর আলোচনা—
ঘরেতে তার মায়ের চোখেতে এখনো আঁধার কাটেনি,
সাঁঝের যদিও অনেক বাকি,
মায়ের চোখের ছানি শুনেছি
আজও কাটানো হয়নি।

বহু ক্রোশ চলা এখনো রয়েছে বাকি।
লাইনের ধারে ইঁটের উনুনে
রাঁধা ভাত আর আধপচা দুটো আলু
দেখা হয়নি চেখে
বসে ফুটপাতে ওদের একজন হয়ে।
হয়নি শোয়া ওদের ঝুপড়িতে
একটি মাদুর পেতে।
হয়নিতো বোঝা—
রাত একটায় ভাঙা রেডিওতে খবরের জন্যে—
মাঝির একটানা উদ্বেগ,
আজও বুঝি হবে না যাওয়া মাঝদরিয়ায়
আজও আমার ছোট্ট সোনা ঘুমোবে না ক্ষিদের তাড়নায়
কালকে আবার গোটা রবিবার মিড-ডে মিলের অভাব
ছোট্ট সোনার মুখের ছবি আজও পড়েনি চোখে।
নাকের রুমাল সরিয়ে হয়নি দেখা—
ওখানেও আছে

একটা আমার মতোই মানুষ।
হয়নি বসা ডাষ্টবিনের ওই
খাবার কুড়োনো মেয়েটির একপাশে
জানতে চাইনি ওর ব্যথার আর দুর্দশার চোরাস্রোত।

চল্লিশ পেরিয়েও তাই জানি
বহু ক্রোশ চলা আমার রয়েছে বাকি।
বহু ক্রোশ চলা আমার আজও বাকি।

জুলাই ২০০৮

বৃষ্টির গান

রিমঝিম বৃষ্টি আকাশ ভেঙে নাবলো বুঝি
নবীন বর্ষার উদ্দাম আনন্দ আমি আঁচ করি সবে চোখ মেলে
কুয়াশা মাখানো আধবোজা চোখে আড়মোড়া ভেঙেছে সকাল
একটানা অবিরাম বৃষ্টির গান আমার টিনের চালে।
কতবার আনমনে শুধু কান পাতি এদিক ওদিক
টুকিদের নিমগাছের ডালপাতা ভিজে লেপটে আছে আমার জানালাপাশে
আবছা আঁধার আমার গোটা শরীর আর গোটা প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে।
মায়াবী বরষা রাজনর্তকীর বেশে সমুখে আমার।
রহস্যময়ী একোন সবুজের হাতছানি চতুর্দিকে।
পাওয়া না পাওয়ার যন্ত্রণা ধুয়ে মুছে দেবে বুঝি আজ।
শেফালী ফুলের সুবাস আর ভেজামাটির সোঁদা গন্ধ মিলেমিশে একাকার।
বকুল বাগানের ধার ঘেঁষে এক ঝাপটা বৃষ্টি মশারী ভেদ করে
সবটুকু শরীরকে একলহমায় ভিজিয়ে দিয়ে যায়, একি পৃথিবীর
বেহিসেবী খেয়াল নাকি হঠাৎ ধরা দেওয়া
এক প্রেমিকের বহু পুরোনো আবদারের কাছে, এক মুহূর্তের জন্যে।
বারে বারে বুজে আসা চোখ খুলে খুলে দেখা আমার বৃষ্টির হাতছানি।

আগস্ট ২০০৮

না দেখা ছোট্ট মায়ের মুখ

হয়তো আজও জানালার ওপারে
কোনো এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে
তুই অপেক্ষায় আমার।

পৃথিবীর একপারে দুর্গা মায়ের আগমন
ঢাক, বাদ্যি আর আলোর রোশনাই,
অন্য পারে এ কোন দীর্ঘশ্বাস আর আর্তনাদ!
আজও বুঝিনি কতটা পথ পেরোলে তোর স্পর্শ মেলে
কত প্রহর অপেক্ষার প্রান্তে তুই একলা দাঁড়িয়ে।
জানি আজও চুল বাঁধা হয়নি তোর
আর আজও পরিসনি নতুন জামা, জুতো।
এই জনকোলাহল আর উন্মাদনার মাঝে
কি বিষণ্ন আমার না দেখা ওই ছোট্ট মায়ের মুখ।
স্নিগ্ধ, উদাস তুই—
বিমর্ষ, বিবর্ণ আমি এ প্রান্তে।
জানি এ আঁধারের ওই পারে
অপেক্ষায় একফালি রুপালি রোদ্দুর
জানি সে রোদ্দুরের হাত ধরে একদিন
আমি পৌঁছে যাব তোর জানালাপাশে
তুই একলা দাঁড়িয়ে যেথায় স্নিগ্ধ, উদাস
আর নিশ্চিন্ত, নিরাপদ আমি।

জানি আজও জানালার ওপারে
কোনো এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে
তুই অপেক্ষায় আমার।

অক্টোবর ২০০৮

কি লিখবো আমি?

কি লিখবো আমি ভাবছি রাত ভোর।
ভেবেছি কাল, পরশু বা তার আগেও
কি লিখবো আমি?
কবিতাকে নিয়ে লিখবো একটা কবিতা?
প্রেমের কবিতা?
ভাব ভালোবাসা, রোমান্টিক প্রেম নিয়ে লিখবো দু-চার লাইন?
নাকি প্রেম-প্রকৃতি মিশিয়ে লিখবো কিছু?
কি লিখবো আমি?

নাকি সকালের বাঁশদ্রোণী বাজারের সেই মাসিকে নিয়ে—
সে বাজারে বসেছে শাপলা, নটে আর কচুশাক নিয়ে।
ভোর তিনটেতে উঠে ঘরের কাজ সেরে,
বাচ্চাগুলোর জন্যে পান্তা আর বাতাসা বেড়ে ঢেকে রেখে,
সারা ঘরবাড়ী গোবর-জল লেপে
তারপর পথচলা শুরু করে।
কয়েকমাইল পেরিয়ে বোড়ালের বাদাড়।
বাদাড়ে নেমে এক কোমর জলে সাপ, জোঁকেদের সাথে রোজকার লড়াই।
কচুশাক, শাপলা, নটেশাক তুলে আনে সে
এরপর বাজারে আসতে আসতে বেলা হয়ে যায়।
একআঁটি শাপলা একটাকা বাবা, নেবে?
মাসি, তিন আঁটি দু টাকায় দেবে?
রোজকার এই একঘেঁয়েমির মাঝে হাঁটু মুড়ে গল্পো শুনি।
বেলা একটায় বাজার ভাঙলে বিশ টাকা মতো হবে বাবা
কখনো ত্রিশ চল্লিশও হয়ে যায়
আর কিছু বেঁচে থাকা শাক নিয়ে বাড়ী ফিরে যাবো
রাতের জন্যে রান্না আছে পড়ে,
শাক ভাত গরম গরম খাই বাবা রাতে।
কি লিখবো আমি?

লিখবো ভাবছি সকালের সেই বৃদ্ধ মানুষটার আকুতি।
পাঁচটাকা চাইছিলো হাওড়ায় বাড়ী ফেরার বাস ধরবে বলে
পথচলতি অনেকে বিদ্রূপ করছিলো দেখলাম বৃদ্ধকে

রোজ একই অজুহাতে টাকা চাইবার জন্যে।
বাজারের শেষে একটি টাকাও অবশিষ্ট ছিলো না আমার
তাকাতে পারিনি আমি তার অসহায় মুখের দিকে।
কি লিখবো আমি?

গবাদার চায়ের দোকানে সাতসকালে
বাজারের ব্যাগ হাতে যেই দাঁড়ালাম
জলজ্যান্ত গবাদার স্মৃতি ভিড় করে এলো।
এইতো সেদিনও চায়ের গ্লাস হাতে
অথবা চা বানাতে বানাতে গল্পটি করতো।
এতো অর্থকষ্ট কাটিয়ে উঠতে হবে,
শুধু পাঁচ বছরের মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে বাঁচতে হবে।
আর তারপরদিনই ঝুলে পড়লো সে!
আগের কয়েকদিনের অভুক্ত থাকার গল্পটি বলেনি আমায়।
পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটা মায়ের হাত ধরে
চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে আজ।
কি লিখবো আমি?

প্রেম-অপ্রেম, আলো-আঁধারির ভালোবাসা
নাকি সমাজ বদলানোর গল্প?
নাকি এ আঁধারের কানাগলিতে
একবুক রোদ্দুরের খোঁজে
আমার কবিতাকে নিয়ে লিখবো একটা কবিতা!
কি লিখবো আমি ভাবছি রাতভোর।

জুলাই ২০০৮

সহবাস

বিকেল চারটে বাজলো বুঝি
বিছানার গা ঘেঁষে আমার ঝুলবারান্দা
একদম ডানপাশে বাক্সের মতো জানালার
রেলিং পেরিয়ে গোটা নিমগাছ তার সমস্ত
ডালপালা, শাখাপ্রশাখা, শিরা উপশিরা ছড়িয়ে বাস করছে
তার প্রতিটি ডালপাতার ফাঁক দিয়ে আমার পৃথিবী,
আমার আকাশ দেখা।
অস্তমিত সূর্য লুকোচুরি খেলে মগডালের ধার ঘেঁষে
লম্বা চকচকে একফালি সূর্য আমার চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ায়
কখনো ডালপাতার ফাঁকে রৌদ্রচ্ছটা শান্ত, নির্বিষ।
কোথাও নিমপাতায় সবুজের সমাহার, কোথাও কচিকলাপাতার সাজ
কোথাও সূর্যের কৃপাপ্রার্থী কালচে সে,
কোথাও পাতাগুলো যেন সূর্যের পাণিগ্রাহী।
দূরে নিমগাছের ওই পারে নারকেল আর পেয়ারা গাছের সার
মগডালে কোথাও এক পশলা বর্ষা পান করে
পাতাগুলো পরিতৃপ্ত, ঝকঝকে
নিচের ডালে যেন তৃষ্ণার ঘুণ ধরেছে পাতাগুলোর সারা শরীরে।
সূর্যদেব হঠাৎ এক ঝলক আমার শরীর ছুঁয়ে
ওই ডুব দিলো দূরের চারতলা বাড়ীর চিলেকোঠার পেছনে।
উৎসব মুখর প্রকৃতিতে আবছা সানাইয়ের সুর
পেয়ারার ডালে বসে থাকা অজানা কোন বেগুনী পাখীটা
একটানা শিষ দিয়ে যায়
দোয়েল, চড়ুই, বুলবুলি আরও কত যেন পাখীদের একমনে ডেকে যাওয়া
শিউলির পাতা খসানোর শব্দ,
ইলেকট্রিকের তারে নিশ্চিন্তে বসে থাকা
ছোট্ট চড়ুই-এর ছটফটানি আর
জামরুল গাছের ডালে ঝুলে বসা কাঠঠোকরার একঘেঁয়ে ঠক্ ঠক্
আমার অলস বিকেলকে কোলেপিঠে করে
পৌঁছে দেয় প্রায় সায়াহ্নের দরজায়।
টুকিদের কার্নিশে একমুঠো সাদা মুড়ি ছড়িয়ে
আমার অলসবেলা বসে থাকে জুবুথবু মেরে।

হঠাৎ দেখি,
সবুজ, হলুদ, কচিকলাপাতা রঙা নিমগাছ
দূরের নারকেল, পেয়ারা আর জামরুলের সার
কোয়েল, চড়ুই আর দোয়েলের কলতান
ঘন কালো রাত্তিরের আকর্ষণে
আমাকে অতৃপ্ত রেখে পালাতে চায়।
আবছা হয়ে আসে ইলেকট্রিকের তার
আবছা হয়ে আসে গোটা নিমগাছ
আবছা আমার আকাশ, আমার প্রকৃতি।

এই ফাঁকে আমিও বুঝি তৈরী হয়ে নিই
আমার রাত্রির জন্যে
রাত্তিরের আগমনী ভেসে আসে আজানের সুরে
রাত্রির সাথে বহু কথা বলা বাকি
গোটা রাত জাগা বাকি রাত্রির সাথে,
বাকি গোটা রাত সহবাস আমার কালো রাত্রির সাথে,
গোটা রাত সহবাস
কালো রাত্তিরের সাথে।

অক্টোবর ২০০৮

মেয়েবেলা

তুমি অন্যায় কোরেছো তমালিকা,
জানো না 'মেয়েবেলা' বলতে নেই?
কেউ শেখায়নি তোমায় কোনোদিন?
তুমি ছাড়া কেউ বলেছে আজ অবধি 'মেয়েবেলা'?
জানো না, মেয়েদের ছেলেবেলাতেই বেড়ে উঠতে হয়?
ছেলেবেলাতেই পুতুল বিয়ে খেলতে হয়!
ছিন্নমূল তো সেই মেয়েবেলা থেকেই তোমরা
থুড়ি ছেলেবেলা থেকেই!
কবে তোমরা ভাবতে শিখলে আমৃত্যু বাবার পাশে বাবার হয়ে
মায়ের পাশে মায়ের ছায়ায় থাকবে!
গাড়ী চালাতে গেলে ট্রাফিক রুল বুক পড়তে হয় জানা আছে?
তাহলে জীবনের, সমাজের রুল বুক পড়োনি?
মেনে নিতে হয় তমালিকা
বেঁচে থাকতে গেলে মেনে নিতে হবে।
পৈত্রিক ভিটে থেকে ছিন্নমূলতো গোটা আধখানা সমাজ
সেই কবে থেকে!
তোমার মেয়েবেলাতে যারা বড় হয়!
তবে ঢাকার ফ্ল্যাট থেকে,
ময়মনসিংহের বাড়ী থেকে,
অথবা রডনস্ট্রিটের বাড়ী থেকে ছিন্নমূল হতে
এত ভয় কেন তমালিকা?

নভেম্বর ২০০৮

আমার আনন্দ

যে আনন্দ শিশিরভেজা
যে আনন্দ সবুজঘাসে
যে আনন্দে দিনের শুরু
যে আনন্দ চাষের মাঠে
যে আনন্দে ওই চাষীভাই
গুনগুনিয়ে গান বেঁধেছে
যে আনন্দে রোদ জলেতেও
যে আনন্দে ধান বুনেছে
যে আনন্দ সকালবেলার
যে আনন্দ পান্তাভাতে
যে আনন্দে মাটির দাওয়ায়
দুধের শিশু হামা কাটে
যে আনন্দে পুকুরপাড়ে
গাঁয়ের বধূ কাপড় কাচে
যে আনন্দে ছোট্ট খোকা
যে আনন্দে আদুর গায়ে
যে আনন্দে একটানা ওই শিষ দিয়ে যায়
যে আনন্দে মেঠো পথে
গরুর পালে ধুলো ওড়ায়
যে আনন্দে লাল ফিতেতে লালবিনুনি
যে আনন্দে টিপ পরেছে
যে আনন্দে গাঁয়ের মেয়ে
এক ছুটে যায় ইস্কুলেতে
যে আনন্দে পানকৌড়ি
ডুব দিয়ে রয় আবার ভাসে
যে আনন্দে মাছরাঙাটা
ঠোঁটের ডগায় মাছ নিয়ে যায়
যে আনন্দে একজোড়া হাঁস
যে আনন্দ ডুব সাঁতারে
যে আনন্দে মুক্তোরঙা এক ফোঁটা জল
যে আনন্দ পদ্মপাতায়
যে আনন্দ বকুলতলায়

যে আনন্দ শিউলিফুলে
যে আনন্দে শালুক ফোটে
যে আনন্দ ঘাসের ডগায়
যে আনন্দ বাবলাগাছে
যে আনন্দ পাখীর ডাকে
যে আনন্দে আমের মুকুল
যে আনন্দ ফলের আশায়
যে আনন্দে মাটির দাওয়ায়
যে আনন্দ গোবর লেপে
যে আনন্দ ধানের গোলায়
যে আনন্দ খড়ের গাদায়
যে আনন্দে সারাবেলা
যে আনন্দে ছিপ ফেলে রই
যে আনন্দের উদাস দুপুর
শিউলিফুলের গন্ধমাখা
যে আনন্দ খাঁচার পাখির
যে আনন্দ আকাশপানে
যে আনন্দ ডানামেলার
যে আনন্দে বিকেল বিকেল
যে আনন্দে আড়মোড়া দিই
যে আনন্দ একলা শুয়ে মাটির দাওয়ায়
যে আনন্দে অচিনপারের অচিনগলি
যে আনন্দে সন্ধ্যে নামে
যে আনন্দে সাঁঝের তারার ঝিকিমিকি
যে আনন্দে তুলসীতলায়
যে আনন্দে প্রদীপ জ্বলে
যে আনন্দে ঝিঁঝি ডাকে
যে আনন্দে ঝাঁকে ঝাঁকে
যে আনন্দে জোনাই জ্বলে,
সে আনন্দে ভাগ হবে না
সে আনন্দ একলা আমার
সে আনন্দ কাঁদায় হাসায়
সে আনন্দ উদাস দুপুর

সে আনন্দ একলা বিকেল
সে আনন্দ মায়ের ডাকে
সে আনন্দ মায়ের আঁচল
সে আনন্দ একলা যেথায়
আঁচলতলে লুকিয়ে থেকে
সে আনন্দে জীবন জুড়োয়
সে আনন্দে জীবন ফুরোয়
সে আনন্দে জীবন বাঁচে
সে আনন্দ জীবন জুড়োয়
সে আনন্দে মানুষ বাঁচে।

সেপ্টেম্বর ২০০৮

(কবি সুকুমার রায়ের "আনন্দ' কবিতাটি আমায় অনুপ্রাণিত করেছে "আমার আনন্দ" লিখতে)

আঁধার

আমি দেখেছি
রৌদ্রস্নাত শিশিরের আড়ালে বিষ
দেখেছি সবুজ পাতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কলঙ্কের কালিমা
আভিজাত্যের আড়ালে কেউটের ফণা
ডাবের জল গলায় ঢালতে গিয়ে
দেখেছি তৃষ্ণার্ত শ্রমিকের প্রতিচ্ছবি।
মায়ের হাতে গড়া পাটিসাপটায় ছোট্ট কামড় বসাতেই
আবিষ্কার করেছি
সামনের দিকে পেট ঠেলে বেরিয়ে আসা
কাঙালির বাচ্চাগুলোকে,
দেখেছি, ঠাণ্ডা পানীয়ের চুমুকে
বিড়ি মুখে চাষীর শুকনো বাদামী চোয়াল
আর যাদুঘরের সাজানো শোকেসে
মৃত্যুর হাতছানি।

মে ১৯৯১

শরতের বৃষ্টি

সারাটা আকাশ জুড়ে ঝাপসা বৃষ্টি নেমেছে সেই সকাল থেকে
ভেসে গেছে পুকুর, খাল-বিল, রাস্তার ধার
ভেসে গেছে আমার খাতার পাতাও
পুরোটা আকাশ আমার কলমের ডগায় বন্দী আজ।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ক্লান্ত একটি মিশমিশে কালো কাক
ঠায় বসে বড় রাস্তার টেলিফোনের তারের দোলনায়।
ওপাশের জরাজীর্ণ দাঁড়িয়ে থাকা নাকি একপাশে হেলে পড়া
জ্যোৎস্নাদের বেড়ার ঘরের চালের ওপর—
পেয়ারাগাছের ফাঁকে আশ্রয় নেওয়া চড়ুইপাখিটা
চুপচুপে ভিজে থেকে থেকে গা ঝাড়া দিচ্ছে
আবার থেকে থেকে ঠোঁট লুকোচ্ছে বুকের ভিতর।
তিন চারখানা দোতলা বাড়ীর পেছনে
রাশি রাশি নারকেল গাছ একসাথে যেন
অসংখ্য হাতপাখা দিয়ে অনবরত গা জুড়িয়ে দিচ্ছে
প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে,
শরতের শেষের অসময়ের প্রবল বর্ষণ
আর রবিবারের বেলাশেষের বিকেল মিলেমিশে একাকার।
আলোছায়া মাখানো বিস্তৃত দিগন্ত
কখনো কালচে, কখনো ধূসর, কখনো রক্তবর্ণ।
থেকে থেকে পাখীদের নারকেলের ডালে ডালে
লাফালাফি, নাচানাচি,
একটানা ঝিরঝিরে শব্দ কোথাও
কোথাও টাপুর টুপুর—
কোথাও আধভেজা ওই পথিকের ছাতায় বৃষ্টির ছাঁট।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যের সমুখে বর্ষণ
তবু সারাটা আকাশে এখনো তার ভরা যৌবন
শুধু থেকে থেকে বৃষ্টির সাথে লুকোচুরি খেলা
আর খাতার পাতায় আঁকিবুকি কাটা বৃষ্টির।

সারাটা আকাশ জুড়ে আর
আমার খাতার পাতায় পাতায়
ঝাপসা বৃষ্টি নেমেছে সেই সকাল থেকে।

আগস্ট ২০০৮

একটি মেয়ের গল্প

মেয়েটা বড় হচ্ছে স্বামীর সংসারে
দুই ছেলে এক মেয়েকে কোলে পিঠে নিয়ে
বড় হচ্ছে বছর ষোলোর মেয়েটা
স্বামীর সংসারে!

ভোর চারটেতে মুরগীর ডাকে রোজ ঘুম ভাঙে
এক ছুটে হাতমুখ ধুয়ে মেয়েটা তৈরী
বছর ষোলোর মেয়েটা!
চারটে চল্লিশের ক্যানিং লোকাল চারটে বাহান্নতে তালদি আসে
প্রায় দুমাইল হেঁটে তবে স্টেশন
ঘরে স্বামী আর ছেলেমেয়েদের তখনও মাঝরাত।
ট্রেনে উঠেই দরজার পাশে হেলান দিয়ে
মাটিতে বসে পড়া ওর রোজের অভ্যাস,
বেতবেরিয়া থেকে রতনদার ঘুগনি মুড়ি উঠবে
আঁচলের খুঁট থেকে একটাকা পঞ্চাশ বের করে ফেলে তড়িঘড়ি
বেতবেরিয়া পেরোতেই ঘুগনি, মুড়ি আর
আঙুলের ফাঁকে কাঁচালঙ্কা
চম্পাহাটি-কালিকাপুর-বিদ্যাধরপুর-সোনারপুর-নরেন্দ্রপুর...
যাদবপুর এখনও সাতটা ইষ্টিশান
ছটা দশ মিনিটের যাদবপুরের ট্রেন আজ মিনিট কুড়ি লেট
এরপর দৌড় দৌড় দৌড়...বিজয়গড়ে কাজের বাড়ী।
আজ ঝরনাবৌদি খুব রেগে যাবে,
প্রথম বাড়ী রান্নার দেরি হলে সব বাড়ী লেট।
দাদাবাবু অফিস যাবে খেয়ে আটটার মধ্যে
বৌদির সাতটায় বিছানায় চা চাই-ই চাই।
সাড়ে আটটায় গল্‌ফগ্রীনের
দেবুদাদের মেসের রান্না করে
থালাবাসন মেজে, ঘর মুছে, ঝাঁট দিয়ে
বেলা এগারোটা বেজে যায়।
তবে মেসের ছেলেগুলো ভালো
দুপুরের খাবারটা ফেরার পথে এখানেই হয়ে যায়।
বেলা বারোটা নাগাদ বিক্রমগড় যেতে পারলে

বিক্রমগড়ের পুকুরে কাপড়কাচার কাজটা দারুন!
একবালতি কাপড় কাচলে পাঁচ টাকা
দু ঘণ্টায় পাঁচ-সাত বালতি কাপড় হয়ে যায়।
স্বামীর নেশার পয়সা জোগাড়
করার জন্যই ওর রোজ কাপড়কাচা
নয়তো কপালে জোটে দু-চার ঘা।
বেলা তিনটে বাজলে তবে ফেরার পথে
দেবুদাদের বাড়ীতে ভাত, ডাল, তরকারি খেয়ে
চারটে ছেলের থালা, বাসন মেজে ধুয়ে
তারপর ঝরনাবৌদির বাড়ী থালা বাসন মেজে
ঘর মুছে তবে কোলকাতার কাজ শেষ।

আবার দৌড় দৌড় দৌড়
ক্যানিং লোকাল পাঁচটা কুড়ি মিনিটে,
ঝরনাবৌদির বাড়ী মাসে সাতশো টাকা
দেবুদাদের মেসে মাসে আটশো টাকা
আর দিনে পঁচিশ তিরিশ টাকার কাপড় কাচা
বাড়ী পৌঁছে উনুনে আঁচ দিয়ে
তবে একটু জিরোতে পারে বছর ষোলোর মেয়েটা।
ছেলেমেয়ে দুটো না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে দাওয়ায়?
রাত নটা বেজে গেলো মনে হচ্ছে
ঐ যে ফটিকদার সাইকেলের আওয়াজ পেলাম
ওতো আটটা চল্লিশের ট্রেনে আসে।
মরদটা আবার উদোম গাল পাড়ছে নেশার ঘোরে
আজ আবার বমি না করে
কালতো বমি কাচাতে কাচাতে রাত বারোটা বেজে গেলো।
যাই শুয়ে পড়ি
কাল আবার নতুন দিন!

এর মধ্যে কখনো অসুখ করে মরদের
অসুখ করে ছেলেমেয়েদের অথবা ষোলো বছরের মেয়েটার
অসুখ করে, কামাই হয়, পয়সা নেই বলে রান্না হয় না,
মরদের নেশার পয়সা নেই, মার জোটে কপালে,

ঝরনা বৌদি ফোনে শাসায় কাজ ছাড়িয়ে দেবে বলে,
ষোলো বছরের মেয়েটা সংসারে--
স্বামীর সংসারে তবুও ওই কামাই-এর দিনে লম্ফ জ্বালিয়ে
অ-আ-ই-ঈ লেখে কালো সেলেটের উপর।
ছেলে মেয়েদের নিয়ে, কোলেপিঠে নিয়ে
বড় হচ্ছে যে ষোলো বছরের মেয়েটা!

নভেম্বর ২০০৮

রুবি রায়

রুবি রায়
মনে পড়ে কি অদ্ভুত আকর্ষণে
ঠিক পৌঁছে যেতাম তোমার জানালাপাশে
বিকেল বিকেল?
পাড়ার কতো না ছেলেমেয়ের সাথে
লুকোচুরি খেলার সময় বিকেল চারটে
আর আমার আকর্ষণ আর লুকোচুরি তোমায় ঘিরে।
প্রতিটি মুহূর্ত যেন বেঁচে থাকা ওই বিকেলের অপেক্ষায়
আর তোমাতে ডুবে যাওয়া যখন সমুখে আমার।

মনে পড়ে?
সেই বর্ষার বিকেলে তুমি আমি
বরুণদাদের কার্নিশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ
খেলতে আসেনি কেউ সেদিন সেই বর্ষায়
শুধু তুমি আর আমি সারাটা বিকেল
কি আকর্ষণে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে যায়!
আজও শুধু অনুভূতি হয়ে তুমি সমুখে আমার।
সন্ধ্যে নেমে এলে ঘরে ফিরে
আঁকিবুকি কাটা অঙ্কের খাতায়
স্কার্ট-টপ পরা রুবি রায়!
সময়ের সাথে গুঁতোগুতি করা রোজ রাতে
আবার একটি বিকেলের প্রার্থনায়।
পড়ার ফাঁকে লোডশেডিং হলে অমনি
পাড়ায় বেরিয়ে পায়চারি করা তোমার বাড়ীর পাশে
যদি একবার দেখা মেলে তোমার।

রুবি রায়--
কত রাত জেগে থেকেছি তোমার জন্যে
একটি কবিতা লেখার ইচ্ছেতে,
কত মাইল রাস্তা ঘুরপথে আসতাম স্কুল ফেরত
শুধু তোমায় দেখার আশায়

রুবি রায়–
কতটা দিন কতটা বসন্ত গেছে চলে
কতটা স্বপ্ন ডুবেছে হৃদয়ের অতলে
কৈশোরের সব অনুভূতি
যন্ত্রণা হয়ে আজও বর্তমান আমার সাথে
শুনতে কি পাচ্ছো?
রুবি রায়।।

অক্টোবর ২০০৮

কাগজওয়ালা

ও কাগজওয়ালা ভাই আজ সঙ্গে নেবে আমায়?
কাঁধের বোঝা নামিয়ে দাওনা তোমার–
খানিকটা পথ পায়ে পায়ে চলি
হাঁক দিয়ে যাই এপথ ওপথ গলি।
দূরের ওই মেঠো পথের পারে
পিচ রাস্তা যেথায় উঁকি মারে
সেনবাবুদের মূল ফটকের ধারে
সেনবৌদি ঠায় দাঁড়িয়ে একমাথা রোদ্দুরে
দিস্তা চারেক খবর কাগজ হয়তো রয়েছে পড়ে।
দশ মিনিটের হাঁটা পথের বাঁকে
চার রাস্তার মোড়ের পাশ ঘেঁষে–
পালবাজারের জমিদারেরা থাকে
উঠোনপারে মস্ত তুলসীতলা
ভরদুপুরের দগ্ধ শ্রান্তবেলা
হাঁক দিয়ে যাই এদিক ওদিক তবু
ঘণ্টাচারেক কাগজওয়ালা খেলা।
যাদবপুরের মোড়ের কাছে এসে
একটু জিরোই কালীবাড়ীর পাশে।
মা এসেছেন মন্দিরেতে আজ
দিকে দিকে ঢাকবাদ্যির সাজ।
সন্ধ্যে গড়ায় কৃষ্ণচূড়ার কোলে
কাগজওয়ালা আমায় যাবে ফেলে–
ঠিক সাতটার ক্যানিং লোকাল পেলে?
শিষ দিয়ে যায় লোকাল ট্রেনের বাতি
ও কাগজওয়ালা ভাই সঙ্গে নেবে আমায়?
আর একটি রাত তোমার সাথে থাকি
আর একটি রাত তোমার দাওয়ায় বসি
আর একটি রাত তোমার সাথে বাঁচি
আর একটি রাত তোমার মতোন বাঁচি।
ও কাগজওয়ালা ভাই সঙ্গে নেবে আমায়?

অক্টোবর ২০০৮

মা

এইতো এখানে আমি
একলা দাঁড়িয়ে যুগযুগান্তর
দ্বিধাহীন স্থিরচিত্ত আমার
হিমালয় যদি গ্রীবা হয়
দুই বাহু মোর—
থর আর আসামের সবুজ বনান্তর
আমার অপরূপ লাবণ্য বিস্তৃত
সেই কন্যাকুমারীতে আমার পাদদেশ অবধি।
আমিতো সেই ঠায় দাঁড়িয়ে অক্লান্ত।
পলাশীর প্রান্তর অথবা কাশ্মীরের বিভীষিকা
গোধরার আর্তনাদ কিংবা অযোধ্যার উন্মাদনা
সবই গেছে ইতিহাসের অস্তাচলে
আমি দাঁড়িয়ে রই নীরবে অশ্রুজলে।
মায়ের মমত্ব, গ্লানি, বেদনা শুধুই আমার।
দার্জিলিং হোক বা কাশ্মীর
গুজরাট হোক বা ব্যাঙ্গালোর
আমার রক্ত একইভাবে বয়ে যায় আসমুদ্র হিমাচল,
একই তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ।
বিহারের ইকবাল আর মারাঠার শিবাজী
উৎকলের সনাতন আর দ্রাবিড়ের সলমন
আমার একই সাদা দুধ ওদের সবার রক্তে বয়।
তাই আমি ভুলে যাই
আমি ভুলে যেতে চাই
যত দ্বিধা, গ্লানি, ক্ষোভ, হানাহানি।
আয় সকলে একবার আমার বুকে
যা বিস্তৃত দিল্লীর দরজা থেকে
হরিয়ানা হয়ে সিন্ধুপ্রদেশে,
একবার চেয়ে থাকি অবাধ
আমার একশোকোটি সন্তানপানে,
আমিতো গর্বিত জননী হতে চাই—

এ বিশ্বের মাঝখানে।
এই তো এখানে আমি একলা দাঁড়িয়ে
একবুক ভালোবাসা নিয়ে তোদের উপর
যুগযুগান্তর।

জুন ২০০৮

বিচিত্র অভিযোজন

নিগ্রোটা শ্বেতাঙ্গ হতে চায়
আফ্রিকায় বাস করে
সাদা কুকুরগুলো ধিক্কার দেয়
গায়ে শ্বেতী হয়েছে, ওষুধ মাখে
রোগটা বাড়াবার জন্য
স্বপ্ন দেখে চামড়াটা সাদা হবে
আর বেগার খাটবে না
খাটাবেও না অবশ্য
ফিনোটাইপটা রঙ বদলালেও
অন্তঃলক্ষণে সে বর্বর নয়
শ্বেতাঙ্গ সে নয়
কিন্তু হতে হবে বাঁচার জন্যে
বিচিত্র অভিযোজন!

১৯৮৮

দেশসেবা করবো

বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে
দেখতে ইচ্ছে করে জগৎটাকে
খাঁচায় টুঁ মেরে
পাখীটাকে মুক্ত করতে ভালোলাগে
মুক্তি—উপবাসের জন্য।
শার্সি লাগানো অট্টালিকাগুলোকে
জলের তোড়ে ভেসে আসা
উদ্বাস্তুগুলোর সাথে বেমানান লাগে
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসি
কাঁধে বিশাল ঝোলা, চুল উস্কোখুস্কো—
দেশসেবা করবো।

১৯৮৯

মুক্তি

মাঝে মাঝে নগ্ন ক্ষিদেটা
চাগাড় দিয়ে ওঠে
প্রশ্ন করি--রুটি আছে?
উত্তর এক--"চাষ করো"।
চাতকের মতো তৃষ্ণায় ব্যাকুল
জল চাইতে গেলে
ওরা বিদ্রুপ করে, মূর্খ ভাবে
পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ জল যে!
আধুনিকতার লজ্জায় চিৎকার করে উঠি
বস্ত্র চাই, বস্ত্র দাও--
পাংশুমুখো সমাজ হাঁকে
"মথ পালন করো"।
অসহ্য যন্ত্রণায় বলি
আমাকে মুক্তি দাও, আমি মুক্তি চাই
অনতিবিলম্বে সমাধান দেয় ওরা
পোক্ত গাছের ডাল আর
একগাছা নাইলনের দড়ি দিয়ে।

১৯৮৭

বিজ্ঞান কি বলছে?

রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব
বিজ্ঞান বলছে ওর টেটানি হয়েছে।
সত্যি, পেশীগুলো টানটান
শিরা উপশিরা দিয়ে
কালো রক্ত বইছে
দেহের রং কয়লাকে হার মানায়
বায়োলজি বলছে--
ওর দেহে মেলানিন বেশী জমা হয়েছে।
জেনেটিক্স সগর্বে জানাচ্ছে
ওর বাবা-মা নিগ্রো ছিলো যে!
ওর চোখ বলছে শোষণের গল্প
সাদা রং তামাটে থেকে কালো
গিরগিটির মতো রং বদলেছে
কোনো বিজ্ঞানে তার ব্যাখ্যা নেই
ব্যাখ্যা--
আছে শুধু বাবুদের চোয়ালের আড়ালে
আর বুটের তলায়।

১৯৮৫

কান্না

বুড়ো রেললাইনটা
ক্ষয় রোগে ধুঁকছে
সকালের ট্রেন ভোর পাঁচটায়
বেলা গড়ায়
বাজার বসে
বাচ্চাগুলো লাইনে ঘুমোয়
কালো পাথরের চাঁই পিঠে ঢোকে
রক্ত গড়ায়
তবু কোনো হুঁশ নেই।
পরের ট্রেন রাত দশটায়
লাইনটা হাঁ করে তাকিয়ে
প্রেমিকার আশায়।
দশটার পর বিরহের সুর
বাচ্চাগুলো তোলে কান্নার রোল
ছাগল, ভেড়া সুর মেলায়
কারণ যদিও লাইনের থেকে একটু আলাদা
লাইনটা ক্ষিদেতে কাঁদে না!

১৯৮৫

কেন?

আজ কেন ভীষণ মনে পড়ে
সেই লোকাল ট্রেনের কথা
আজ কেন শুধু মরা ঘাস দেখি চোখে
কেন কেটে যায় তাল, লয়, ছন্দ
কেন শুধু নীরবতা খুঁজি?
প্রেমহীন পৃথিবীকে
শুধু কাঠ পাথরের জড় মনে হয়
কেন আগুনের শিখাকে
শুধুই হিংস্র মনে হয়?
কেন নিজেকে বড়ো বেশী নগ্ন লাগে...

১৯৮৪

নদীর নামটি তোর্ষা

তোর্ষার হিমেল স্পর্শ
আমাকে কাবু করেছে
ওর চিরন্তন গতিশীলতা
আমার স্বপ্নে
আমার হৃদয়ের গভীরে হানা দেয়।
চোয়ালের নীচটা
গাঙফড়িং-এর মতো তিরতির করে কাঁপে
বুকের ভেতরের ঢ্যাড়া ক্ষতটা
চাগাড় দিয়ে ওঠে
পাছে ওর গতিশীলতা স্তব্ধ হয়
আমি হারিয়ে যাই অতলে
তোর্ষার বক্ষে
যেখানে আমি আর তোর্ষা
এক দেহে এক প্রাণে।

১৯৮৯

ধরা দেয় না

আশীর্বাদের কলঙ্কটা
মাথার ভার বাড়াচ্ছে
দীর্ঘপথ একঘেয়ে লাগে
কাপড়ের খুঁট কমিয়ে নিই।
ভগবানবাবুর নাম নেওয়া বারণ
গীতাকে সরিয়ে দিই।
মেঠোঘাসের সোঁদা গন্ধ নাকে আসে
ক্রমশ নাড়ীনক্ষত্র বেয়ে
সারা বিশ্বচরাচরে।
আঠারো বসন্ত বেয়ে
পৃথিবী পুরোনো লাগে
হিসেবের খাতায় শুধুই কাটাছেঁড়া
জানালার গরাদে চাপ দিই
হাতড়ে ফিরি
আমার অনুভূতির জগৎটাকে।

১৯৮৭

অনুভূতি

শায়ের লেখার ফাঁকে
হলুদ ফুলের মুখ ফোলানো
আমার একঘেঁয়ে জীবনে রঙ ধরায়।
আছড়ে পড়া ঢেউয়ের আগে
উবু হয়ে বসি
বালির ঢিপিতে তোমার মুখ আঁকি
চোখ খুলে তাকাই
কুয়াশা মাখানো সকালে
হলুদ ফুলের গন্ধ শুঁকি
খুব চেনা এই ঘ্রাণ
যা আমার অনুভূতিকে আপ্লুত করে
জড়িয়ে রাখি অনুভূতিকে
পাছে সাগরের জলে ভিজে যায়
আমার আলো-আঁধারের ভালোবাসা।

১৯৮৮

মন

যখন এ মন—
একছুটে জানালা খুলে দমকা হাওয়ায় হাওয়ায়
পালিয়ে বেড়ায়,
এক হাঁটু কাদা পাঁকে
ছিপছিপে একপাল ছেলের দলে মিশে যায়
আর কুঁচোমাছ খোঁজে,

যখন এ মন—
কোমরে লাল নীল ছোপ গামছা বেঁধে
ধানক্ষেতে ফাঁস-জাল পেতে
গালে হাত দিয়ে বসে,
একবুক জলে নেমে
হাঁটুর ওপর শাড়ী-সায়া ভাঁজ কোরে
কোমরে গুঁজে নিয়ে
গাঁয়ের মেয়ে হয়ে
বাঁশ দিয়ে কচুরিপানা সরায়,

যখন এ মন—
ধানের গোলার পাশ ঘেঁষে
অবাক চোখে ট্রেনের কামরা দেখে,
ছুট ছুট একছুটে
মাঠ, ঘাট হোগলা বন পেরোয়
আর
ল্যাজ লাগানো ভোকাট্টা ঘুড়ির পেছনে
দৌড়ে বেড়ায়,
যখন এ মন—
ভরদুপুরে কাজের ফাঁকে
বটের ছায়ায়
এক ক্যান পান্তা আর পেঁয়াজ চায়,

তখন
এ মন—
ড্রইং খাতায় কুঁড়েঘর, তার দরজা
আর একখোপ জানালা আঁকে,
তখন
এ মন—
একছুটে জানালা খুলে
দমকা হাওয়ার পাশে থমকে দাঁড়ায়
আর দাপিয়ে বেড়ায়
ড্রইং খাতায়
পাতায় পাতায়।

নভেম্বর ২০০৮

প্রকৃতির কোলে যাবো

মাঝে মধ্যে প্রকৃতির কোলে যাবার ইচ্ছেটা চাগাড় দেয়
কোনো এক শীতের সকালে তাই হুট করে বেরিয়ে পড়ি।
নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, ক্ষণিকের বিরাম চাই জনকোলাহল থেকে।

রঘুনাথবাড়ী স্টেশনের ধার ঘেঁসে লাল মেঠো পথ
গাঁয়ের বাঁকে মুখ লুকোয়
রেললাইনের দুপাশে বিস্তৃত সবুজের সমারোহ
থেকে থেকে ট্রেনের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে
পট পরিবর্তন যেন প্রকৃতির।
কোথাও মাঠঘাট যেন জলাশয়
একটা দ্বীপের মতো মাথা উঁচু করে আছে
নারকেল, সুপুরী আর অশ্বত্থের সার,
রেল ইয়ার্ডের একপারে বহুদিন পড়ে থাকা যন্ত্রাংশের ওপর
আপনমনে বেড়ে ওঠা আগাছার ঝাড়ে—
সাদা, হলুদ বিনুনি করা কত রকম ফুলের বিন্যাস,
ভেসে থাকা পদ্মের পাতা
কোথাও সবুজ, কোথাও হলদেটে
কোথাও পচে লাল পুরোটা জল।
পুকুরে পুকুরে শালুক আর কচুরিপানার সার—
কোথাও কচুরিপানায় টুইস্টেড বাল্বের মতোন
বেগুনীফুলে গোটাটা পুকুর বেগুনীরঙা,
আবার খানিকটা এগিয়ে
মসৃণ ঘাসের গালিচার মতো কচুরিপানা গোটা পুকুরে
কোথাও সরু সরু মটরদানার সাইজের
সাদা ফুলে ভরে গেছে পুকুর।
তারার মতো চকচকে সাদা শালুকের মেলা বসেছে এপারে
ওপারে শালুক সিঁদুরে লাল কিংবা কালচে।

রাজগোদা স্টেশন পেরিয়েই চোখ বুজে আসে
যেন শুধু আমার কলমে ধরা পড়ার নেশায়
অপরূপ কনে সাজে প্রকৃতি
সাদা, কালো, নীল রঙা প্রজাপতি

উড়ে বেড়ায় এদিক ওদিক—
সবুজ ঝোপে ঝোপে অযত্নে বেড়ে ওঠা
হলুদ ফুলে ফুলে গিয়ে বসে
পরপর পেরিয়ে যায় তমলুক, সাতমাইল, কাঁথি.....
আরও কত কি স্টেশন
বুজে থাকা চোখে আমি নিশ্চিন্তে
সাদা, কালো, নীল রঙা প্রজাপতি দেখি
ওরা পুকুরের ধারে ধারে কাঁটাঝোপ, বাঁশঝাড়ে বেড়ে ওঠা
হলুদ ফুলে ফুলে গিয়ে বসে
আর বুজে থাকা চোখে একমনে রঙচঙে প্রজাপতি দেখি আমি।

নভেম্বর ২০০৮

ছন্দ

ভোরের আকাশ মুখ বুজে আছে
সাতসকালে ঘুম ভেঙেছে আমার
সাতসকালে ঘুম ভেঙেছে প্রকৃতির
ভোরের আকাশ মুখ বুজে আছে এখনো।

দিগন্ত অবধি হাতে টানা নৌকা,
ডিঙি নৌকা, পালতোলা নৌকা
পারের কাছাকাছি ডিঙি নৌকাগুলি—
একবার ডুবছে আবার ভাসছে
একসাথে দশ বারোজন কালো কালো মানুষ
আপ্রাণ যুদ্ধ করছে যেন নৌকাতে।
দুর্বিষহ জীবন মাঝিদের
সারাটা রাত সাগরের মাঝে সাগরের সাথে
বেঁচে থাকার লড়াই করে ওরা,
বৌ ছেলেমেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য—
ওরা রোজ রাতে লড়ে, মরে, ভেসে যায়,
হারিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায়।

ওপরে আকাশ একদম স্থির আর
তার মুখের প্রতিচ্ছবি সারাটা সমুদ্রে।
এখন আকাশের পরিস্কার হাসিমুখ
আর সাগরের শরীরে রঙের খেলা—
কোথাও সমুদ্র সাদা, কোথাও নীলবর্ণ
আবার কোথাও কোথাও রুপোর রং
সমুদ্রপারে কেউ লাফ দিচ্ছে, জলে ঝাঁপ দিচ্ছে,
বালিতে ঝিনুক কুড়োচ্ছে, বালির ঢিপি বানাচ্ছে,
ছোটোরা বল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলছে
লাল ছোটো ছোটো কাঁকড়ার দল—
পায়ের শব্দে ছুটে পালাচ্ছে,
শামুক, ঝিনুক, শঙ্খ, সমুদ্র শশা
আরও কত কত প্রাণের স্পন্দন
পাথরের গায়ে গায়ে আঁশের মতো লেগে আছে অসংখ্য প্রাণী

পরের জোয়ার আসার আগে
ওরা পাথরের আড়ালে পজিসন ঠিক করে নেয়।
যেখানে ঢেউ তৈরী হয়, ঢেউয়ের রং কালো--
যত পারের দিকে আসছে
ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফেনার বরফি কাটা
ফেটে পড়ার মুহূর্তে একদম দুধসাদা ঢেউ।
ঢেউ ভেঙে হাজার হাজার দুধসাদা
ছোটোছোটো ঢেউয়ের অপূর্ব শোভা
গুনগুন কোরে যেন গান গায়
পাথরের পাশে থেমে যাবার আগে।
মাইল খানেক গভীরে সমুদ্র একেবারে শান্ত, স্থির
চামচিকের দল উড়ে বেড়ায় দূরে সমুদ্রের ওপর
তাদের ছায়া পর্যন্ত ধরা পড়ে সমুদ্রের জলে।

বেলা দশটায় চকচকে সূর্য আড়াল হলো মেঘের ওপাশে
তাই আকাশের মুখ ভার
ঠিক তখনই রুপোলী রঙা সাগর ফ্যাকাসে হয়ে এলো
জলের রং ঘোলাটে, ফ্যাকাসে
থেমে থেমে গোঙরানোর শব্দ সাগরের বুকের মাঝখানে।

যখন আকাশ সিঁদুরে লাল
সাগরের চোখে মুখে সারা শরীরে রাগ
উঁচু উঁচু ঢেউ বোল্ডারে আছড়ে পড়ছে
সমুদ্রতটে ঢেউয়ের ধাক্কায় আছাড় খাচ্ছে নবদম্পতি
আছড়ে পড়ছে আমার শৈশব, কৈশোর,
আমার অসংলগ্ন যৌবন
পাথরে পাথরে আছাড় খেয়ে ঢেউ, জল,
ঢেউয়ের সাথে ডাবের খোলা, থকথকে জেলিফিশ
সব আছড়ে আছড়ে পড়ছে আমার কবিতার ছত্রে ছত্রে।

নভেম্বর ২০০৮

অনাহার কবে শেষ হবে?

আজও ক্ষুধার্তেরা আসে ঘরে
তাদের বিষণ্ণ চাহনিতে কান্না
আজও পেটের তাড়নায়
আদিম ব্যবসায় নামে আমার ঘরের বোনেরা
স্বপ্নে আজও বাড়া ভাতের থালায় আমার দিন কাটে
জমায়েত দেখলেই তাই প্রশ্ন করি
অনাহার কবে শেষ হবে?
আজও প্রতিশ্রুতি শুনি আমি
রাশি রাশি গালভরা বুলি
আজও প্রলুব্ধ করে আমায়
আজও শতকোটি ব্যাকুল চোখের
ভাষা যেন আমায় প্রশ্ন করে
অনাহার কবে শেষ হবে?

১৯৮৬

শুধু তোমার জন্য

ব্যথা আমি আগেও পেয়েছি বন্ধু
দুঃখের প্রলেপ শুধু তোমার জন্যে
কবিতা তো আগেও লিখেছি বন্ধু
এবারের কবি হওয়া শুধু তোমার জন্যে
শ্বাস আমি আগেও নিয়েছি বন্ধু
এই হৃৎস্পন্দনটা শুধু তোমার জন্যে
সিগারেট তো আগেও খেয়েছি বন্ধু
আজকের সাদা ধোঁয়াটা শুধু তোমার জন্যে
কেঁদেছি অনেক আগেও বন্ধু
আজকের এই একবিন্দু শুধু তোমার জন্যে
আকাশটা আমি আগেও দেখেছি বন্ধু
ওই পাহাড়ের শেষে রোদ্দুর শুধু তোমার জন্যে
ঘড়ির কাঁটা আমি অনেক দেখেছি বন্ধু
বিকেল পাঁচটার বাবুমশাই শুধু তোমার জন্যে
মায়ের কথা আমি অনেক শুনেছি বন্ধু
তোমার মায়ের আকর্ষণ আর যন্ত্রণা শুধু তোমার জন্যে
প্রেম আমি অনেক দেখেছি বন্ধু
আমার দুর্নিবার আকর্ষণ শুধু তোমার জন্যে
পান তো আগেও করেছি বন্ধু
ক্ষণিকের মাতলামো শুধু তোমার জন্যে
শুধু তোমার জন্যে।

জুলাই ২০০৮